গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
উন্নয়ন শাখা

রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির এপ্রিল/২০২১ মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মো: হুমায়ুন কবীর বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	২৭ এপ্রিল, ২০২১
সভার সময়	বেলা ১১:৩০ ঘটিকা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী'র সম্মেলন কক্ষ (জুম সফ্টওয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে)
উপস্থিতি	...

সভায় জুম প্লাটফর্মে যুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি) গত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে শোনান। সভাপতি গত সভার কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধনী আছে কিনা তা জানতে চান। কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর বিভিন্ন দপ্তরের সাথে স্ব-স্ব দাপ্তরিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১</td><td>**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ :**
সভাপতি গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী আছে কিনা সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।</td><td>১। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী</td></tr>
<tr><td>২</td><td>**বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার:**
বিগত ২১ ডিসেম্বর ২০২০ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার পর্যালোচনা করা হয়, যা নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>মাসের নাম</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত সংখ্যা</th><th>বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সংখ্যা</th><th>সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার</th></tr>
<tr><td>ডিসেম্বর/২০</td><td>৩১</td><td>২৯</td><td>৯৩.৫৪%</td></tr>
<tr><td>ফেব্রুয়ারি/২১</td><td>৩৯</td><td>৩৬</td><td>৯২.৩০%</td></tr>
</table>
শতভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</td><td>১। শতভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে।</td><td>বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দ</td></tr>
</table>

৩	**কোভিড-১৯ প্রতিরোধ সংক্রান্ত:** সভায় জানানো হয় যে, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে (মাস্ক পরিধান সংক্রান্ত) ১৪৬টি মোবাইল কোর্ট, ৩৬৩টি মামলা, ৪০৪ জন ব্যক্তিকে অর্থদন্ড, ১,৬৩,৩৯০ টাকা জরিমানা এবং ৬,২৬,৯৪৭ টি মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে।কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন নেয়ার পরেও মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অর্থাৎ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে মাইকিং, লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কোভিড-১৯ টিকা নিন নিজেকে সুরক্ষা করুন সংক্রান্ত গণযোগাযোগ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত ৩০০০ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ বিষয়ে মার্চ/২১ মাসে ২০টি সড়কে প্রচার করা হয়েছে।কোভিড-১৯ বিষয়ে ১৭টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। মার্চ ২০২১ মাসে ০৮টি উঠান বৈঠক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী জানান যে, রাজশাহী বিভাগে করোনা ভাইরাস সন্দেহজনক রোগীদের স্যাম্পল সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং মোট ৭টি ল্যাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। সিরাজগঞ্জ জেলায় খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজে নতুন একটি ল্যাব সংযোজিত হয়েছে। সেখানেও স্যাম্পল পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়াও জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হচ্ছে। জি-এক্সপার্ট মেশিন দিয়ে রাজশাহী বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বগুড়া, পাবনা বক্ষব্যাধি হাসপাতাল এবং নাটোর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হচ্ছে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ১টি, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বগুড়াতে ১টি এবং পাবনা মেডিকেল কলেজে ১টি এই ৩টি পিসিআর ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ২৬/৪/২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৪০৫০৯ জনের, শনাক্ত হয়েছে ৩১১৯৪ জন। শনাক্তের হার ১৩%। সবচেয়ে বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছে বগুড়া জেলায় ৪০%। তবে সুস্থতার হার অনেক বেশি যা ৮৬%। গত ২৬/৪/২০২১ তারিখ পর্যন্ত রাজশাহী বিভাগে মোট ৪৬৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুহার ১.৫%। মৃত্যুহার জাতীয় পর্যায়ের চেয়ে নিচে রয়েছে। ৪৬৬ জন মৃত রোগীর মধ্যে ৬২% বগুড়া জেলার। মোট মৃত্যুর ৪০% রাজশাহী জেলার। এপ্রিল/২০২১ মাসের মাঝামাঝিতেও প্রায় ৩০% পজিটিভ শনাক্তের হার ছিল। পজিটিভ শনাক্তের হার কমে প্রায় ১৫% এ চলে এসেছে। রাজশাহী বিভাগে কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য সাধারণ বেড রয়েছে ৭০২টি এবং আইসিইউ বেড রয়েছে ৪১ টি। গত ২৬/৪/২০২১ তারিখ পর্যন্ত সাধারণ বেডে রোগী ভর্তি ছিল ৩৭২ জন এবং আইসিইউ বেডে রোগী ভর্তি ছিল ১৯ জন। রাজশাহী বিভাগে সাধারণ বেড ও আইসিইউ বেডের সংকট হয়নি। এছাড়াও রাজশাহী, বগুড়া হাসপাতালেও আইসিইউ বেড বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং যে হাসপাতালে অক্সিজেন প্রয়োজন, সেখানে অক্সিজেন সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রোগী বৃদ্ধি অনুযায়ী হাসপাতালগুলোতে লোকবল সরবরাহ করা হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ বা অন্য কোন দেশ থেকে যেন করোনা রোগী বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে নজরদারি আরো জোরদার করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও মাস্ক ব্যবহার এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা অর্থাৎ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার উপরে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সীমিত পরিসরে করা এবং সামনে ঈদ উপলক্ষ্যে হাট-বাজার ও শপিংমলগুলোতে যেন জনসমাগম বেশি না হয় সে বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। জেলা প্রশাসক, পাবনা বলেন যে, তাঁর জেলায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহের কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে চলায় এবং ডাক্তার সংকট থাকায় রোগীরা কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছে না। হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ এবং ডাক্তার সংকট নিরসনের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী বলেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের জন্য বরাদ্দকৃত একটি RT-PCR ল্যাব স্থাপনের জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। RT-PCR ল্যাব স্থাপনের জায়গা নির্ধারণের জন্য সভায় সহযোগিতা কামনা করা হয়।	১। আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে হাট-বাজার, শপিংমল ও অন্যান্য জনসমাগম বেশি এমন স্থানে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন নেয়ার পরেও মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অর্থাৎ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । ৩। পার্শ্ববর্তী দেশ বা অন্য কোন দেশ থেকে যেন করোনা রোগী বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে নজরদারি আরো জোরদার করতে হবে। ৪। পাবনা জেলার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহের কাজ দ্রুত করা এবং ডাক্তার সংকট নিরসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৫। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও গণপূর্ত বিভাগের মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগের মাধ্যমে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের জন্য বরাদ্দকৃত একটি RT-PCR ল্যাব স্থাপনের জায়গা নির্ধারণ করতে হবে।	১। পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ ২। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ৩। পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৪। অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ৫। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী

৪	**খাদ্য বিভাগ:** আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল জানান যে, ২০২০-২০২১ আমন মৌসুমে বিভাগের সকল উপজেলায় প্রাপ্ত কৃষক তালিকা হতে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষক তালিকা অনুযায়ী ৪৯৮৪৫ মে.টন ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১০৮ মে.টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। ধানের বাজার দর কৃষকের অনুকূলে থাকায় কৃষক লাভবান হয়েছেন। আমন সংগ্রহ/২০২০-২০২১ মৌসুমে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ অনুসরণ করে রাজশাহী বিভাগে ১৫৪৬৩১ মে. টন আমন চালের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৭২৭১ মে.টন আমন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ১১১৩৩ মে.টন আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৯৫ মে.টন সংগ্রহ করা হয়েছে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল আরো জানান যে, আমন সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারি দামের চেয়ে বাজারে দাম বেশি থাকায় কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তবে এবার প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ না হওয়ায় কৃষি আবাদ ভালো হয়েছে। আমন ও বোরো ধানের ফলনও বেশ ভাল হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন জেলাতে আমন ও বোরো ধান কর্তন শুরু হয়েছে। ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রয়মূল্য পাওয়া গেছে। ফলন ভালো হওয়ায় এ বছর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে স্টকহোল্ডারগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। আগামী ২৮/৪/২০২১ তারিখ হতে ধান সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হবে এবং ০৭/৫/২০২১ তারিখ হতে চাল সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হবে। বগুড়া জেলা ব্যতীত রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় ৩টি করে উপজেলা এবং বগুড়া জেলায় ১২টি উপজেলা মোট ৩৩টি উপজেলাতে কৃষক অ্যাপ এর মাধ্যমে ধান সংগ্রহ করা হবে। গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৮,৫২২ মে.টন। ইতোমধ্যে ৫০০০ মে.টন গম সংগ্রহ করা হয়েছে। ৫০০০ মে.টন গমের মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতেই প্রায় ৩২০০ মে.টন গম সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যান্য জেলাতেও সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের জোর তাগিদ দেয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বলেন যে, ধান, চাল ও গম সংগ্রহের ক্ষেত্রে খাদ্য বিভাগ ও কৃষি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় থাকা আবশ্যক। এ বিষয়ে খাদ্য ও কৃষি বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। খাদ্য সংগ্রহে কোন প্রকার গাফিলতি যেন না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ধান/চাল/গম সংগ্রহ শতভাগ অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। খাদ্য বিভাগ ও কৃষি বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে ধান, চাল ও গম সংগ্রহ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ ২। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী ৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল ৪। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল

৫	**কৃষি বিভাগ:** সভায় জানানো হয় যে, অত্র অঞ্চলে হাইব্রিড জাতের ধান চাষাবাদে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করতে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে প্রণোদনার আওতায় ১,০৫,০০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বীজ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সমলয় চাষাবাদের মাধ্যমে প্রতি জেলায় ৫০ একর করে চার জেলায় মোট ২০০ একর জমিতে বোরো হাইব্রিড ধানের আবাদ চলমান আছে। রবি/ ২০২০-২১ মৌসুমে বোরো হাইব্রিড আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ২৩,৭৮০ হেক্টর এ পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে ২৪,৪৩৩ হেক্টর। (অত্র অঞ্চলে) ২০২০-২১ অর্থ বছরে আবাদের লক্ষ্যমাত্রা আম-৮৩,৬৭৩ হে., পেয়ারা-৪,৮৯৩ হে., মাল্টা-৫৯৯ হে., ড্রাগন ফ্রুট-১০২ হে.। ফলের আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষককে লাভজনক, রপ্তানিমুখী বিভিন্ন ফল চাষাবাদ করার জন্য ৫ হাজার ৫ শত কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল সভায় জানান যে, রাজশাহী অঞ্চলের ৪ জেলাতে ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩,৫৫০০০ হেক্টর। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩,৬৩০০০ হেক্টর জমিতে ধান চাষাবাদ করা হয়েছে। ২৬/৪/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১২-১৩% ধান হার্ভেস্ট হয়েছে। হার্ভেস্টে যে ফলন পাওয়া যাচ্ছে, সে ফলনও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ভালো। প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ না হলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। কৃষক অ্যাপ এর মাধ্যমে ধান বিক্রি করতে কৃষকরা যেন আগ্রহী হয়, সে বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ধান/গম/চাল বিক্রির ক্ষেত্রে কোন কৃষক যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর দ্বারা হয়রানির শিকার হয়, তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল সভায় জানান যে, ৪,৫৩,৮৩৬ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। ২৭/৪/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৬% ধান কর্তন হয়েছে। বিগত বছরে গম উৎপাদন হয়েছে-১,২৫,৩১৭ মে.টন। সব মিলিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থা বেশ ভাল অবস্থানে রয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। পারস্পারিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষি বিভাগ কর্তৃক যথাসময়ে কৃষক তালিকা প্রস্তুত ও উক্ত তালিকা খাদ্যবিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। কৃষক তালিকা, তাদের NID তালিকা হালনাগাদ রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় আরো বলা হয় যে, কৃষকদের তালিকা তৈরীতে খাদ্যবিভাগ ও কৃষিবিভাগে মধ্যে সমন্বয় আবশ্যক এবং অ্যাপস এর জটিলতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। হাইব্রিড জাতের ধান চাষাবাদে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। ২। কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষককে লাভজনক, রপ্তানিমুখী বিভিন্ন ফল চাষাবাদ করতে উৎসাহিতকরণ অব্যাহত রাখতে হবে। ৩। পারস্পারিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষি বিভাগ কর্তৃক যথাসময়ে কৃষক তালিকা প্রস্তুত ও উক্ত তালিকা খাদ্যবিভাগে প্রেরণ করতে হবে। ৪। ধান/গম/চাল বিক্রির ক্ষেত্রে কোন কৃষক যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর দ্বারা হয়রানির শিকার হয়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৫। কৃষক অ্যাপস এর মাধ্যমে ধান বিক্রি করতে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং কৃষক অ্যাপস এর জটিলতা দূর করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল ৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল

৬	**মৎস্য বিভাগ:** উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, বর্তমান চলমান করোনা পরিস্থিতিতে সামাজিক নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে জাটকা সংরক্ষণ আইন যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে মার্চ, ২০২১ মাস পর্যন্ত ক) জাটকা সংরক্ষণ আইন: ৪১টি মোবাইল কোর্ট, ৯৮৯টি অভিযান, ২৫টি অবরতণ কেন্দ্র, ২৬৬টি মাছঘাট, ২২৩৬টি আড়ৎ, ৩১৯১টি বাজার পরিদর্শনসহ মোট ১৮টি মামলা, ১৪.৬৫ লক্ষ টাকার কারেন্ট জাল আটক এবং ০.৩৪৬ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২০ সালের ১ নভেম্বর হতে ২০২১ খ্রি. সালের ৩০ জুন পর্যন্ত জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎস্য সংক্রান্ত অন্যান্য আইনও যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বৎসরে মার্চ, ২০২১ মাস পর্যন্ত ক) মৎস্য সংরক্ষণ আইন : ৬০৫৬ টি খ) মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন: ২৮২ টি এবং গ) মৎস্য হ্যাচারি আইন : ১২২ টি যার মধ্যে ৫৮৩ টি মোবাইল কোর্ট, অভিযান ৫৮৭৭ টি বাস্তবায়ন করে মোট ৭৮০ টি মামলা করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৩.০১২ হেক্টর জলায়তনে গুলশা, পাবদা, শিং, মাগুর দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ প্রদর্শনী কার্যক্রম চলমান এবং ৩১ জন চাষীকে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী সভায় আরো জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তবে লকডাউনের কারণে মাছ ও মাছের পোনা পরিবহণে যেন কোন সমস্যা না হয়, সেজন্য সভায় ডিআইজি এবং হাইওয়ে পুলিশ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। করোনা পরিস্থিতির কারণে মাছ চাষীদের মাছের দাম আগের তুলনায় একটু কমে গেছে। তিনি আরো বলেন যে, করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।	১। মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎস্য সংক্রান্ত অন্যান্য আইন যথাযথভাবেবাস্তবায়ন করতে হবে। ২। লকডাউনের মধ্যে মাছ ও মাছের পোনা পরিবহণে সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ ২। জেলা প্রশাসক (সকল),রাজশাহী বিভাগ ৩। হাইওয়ে পুলিশ সুপার, বগুড়া ৪। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
৭	**সড়ক ও জনপথ বিভাগ সংক্রান্ত:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ:দা), সওজ, রাজশাহী জোন সভায় জানান যে, সকল সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। প্রধান প্রকৌশলী, বিতরণ অঞ্চল, নেসকো লি: রাজশাহী সভায় জানান যে, সওজ বিভাগের সহিত আলোচনা মোতাবেক পরিকল্পিতভাবে বৈদ্যুতিক পোল স্থাপন করার কাজ চলমান রয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী, বিতরণ অঞ্চল, নেসকো লি: রাজশাহী সভায় জানান যে, সওজ বিভাগের সহিত সমঝোতার মাধ্যমে ইতোমধ্যে ড্রেন সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক পোলগুলি স্থানান্তরিত হয়েছে। অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ:দা), সওজ, রাজশাহী জোন সভায় জানান যে, লকডাউনের মধ্যেও নির্মাণ কাজ করার বিষয়ে সরকারি অনুমতি থাকায় সড়কের কাজ চলছে। তবে সিমেন্ট এবং রডের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজে কিছুটা বিঘ্ন ঘটছে। বরাদ্দের কাজগুলো সমাপ্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।	১। সঠিক জায়গা নির্ধারণ পূর্বক পরিকল্পিতভাবে বৈদ্যুতিক পোল স্থাপন করতে হবে। অপরিকল্পিতভাবে সড়কের জায়গায় বৈদ্যুতিক পোল স্থাপন করা যাবে না। ২। সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে লকডাউনের মধ্যে নির্মাণ কাজ স্বাভাবিক রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল),রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন। ৩।অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন ৪। প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি:, রাজশাহী
৮	**পানি উন্নয়ন বোর্ড:** প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী সভায় জানান যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ক্ষতিগ্রস্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসমূহ মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সেচ মৌসুমে বেড়িবাঁধ ছিদ্র না করে বাঁধের উপর দিয়ে সেচের পাইপ নিয়ে সেচের ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী সভায় আরো জানান যে, গত ৩ মেয়াদে বন্যায় রাজশাহী বিভাগে বাঁধের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সিরাজগঞ্জ, নাটোর, বগুড়া ও নওগাঁ জেলায় বাঁধের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতের জন্য ৩টি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: ১। অতি ঝুঁকিপূর্ণ ২। ঝুঁকিপূর্ণ ও ৩। সাধারণ ঝুঁকিপূর্ণ । অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধগুলো মেরামত করা হচ্ছে। মে/২০২১ মাসের মধ্যে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধগুলো মেরামতের কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে তিনি সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	১। শুষ্ক মৌসুমের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ ও স্লুইচ গেটগুলো মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ 2। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

৯	**আইএমইডি:** মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বলেন যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রকল্প, স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকল্প, কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন, টেনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন, শিক্ষা বিভাগের ৭০টি পোস্ট-গ্রাজুয়েট কলেজ উন্নয়ন, বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রকল্প, এরকম অনেকগুলো প্রকল্প রাজশাহী বিভাগে রয়েছে । এসমস্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে কোন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কেমন তা জানা প্রয়োজন। সওজ বিভাগের ২৪টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের কিছু কিছু প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কোনটা ২%, কোনটা ৫% আবার কোনটা ১০%। শেষ মুহূর্তে এ প্রকল্পগুলোর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়। এটা অত্যন্ত দু:খজনক বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, রাজশাহী বিভাগে কোন দপ্তরের আওতায় কতগুলো উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে তার তালিকা করে বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বরাবর প্রেরণ করা হলে প্রকল্পগুলোর তদারকী করা সহজ হবে। রাজশাহী বিভাগে চলমান বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বরাবর প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় উক্ত তালিকা প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। রাজশাহী বিভাগে বিভিন্ন দপ্তরের আওতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বরাবর প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। ২। রাজশাহী বিভাগে বিভিন্ন দপ্তরের আওতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ২। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী
১০	**রাজশাহী রেশম উন্নয়ন বোর্ড:** সভায় জানানো হয় যে, বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বন্ধ রাজশাহী রেশম কারখানা পুনরায় চালু করা হয়েছে। দেশীয় রেশম সূতা দিয়ে শতভাগ খাঁটি রেশম পণ্য কারখানায় উৎপাদন করা হচ্ছে। বর্তমানে রেশম শাড়ী, টুপিস, ওড়না, টাই, শার্টিন থান কাপড়, স্কার্ফ প্রভৃতি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী এর সহযোগিতায় রাজশাহী জেলার বিভিন্ন এলাকায় টেলিভিশনের ডিশ স্ক্রলে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য রাজশাহী রেশম কারখানায় উৎপাদিত রেশম পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে। রাজশাহী রেশম কারখানায় উৎপাদিত রেশম পণ্যের ব্যাপক প্রচারের জন্য রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করা হয়েছে। মহাপরিচালক, রেশম উন্নয়ন বোর্ড সভায় জানান যে, রেশম বোর্ডের কার্যক্রম ভাল চলছে। তবে রেশম পণ্যের মার্কেটিং কোভিড-১৯ পরিস্থিতি না হলে আরো ভাল হতো। এরূপ পরিস্থিতিতে রেশম পণ্যের মার্কেটিং আরো বিস্তৃত করতে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।	১। করোনা মহামারীর কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে রেশম সূতায় তৈরি পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী ২। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ৩। বিভাগীয় দপ্তর প্রধানগণ
১১	**প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ:** উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা সভায় জানান যে, সংসদ টিভির মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠদান কর্মসূচি অব্যাহত আছে এবং উক্ত কর্মসূচি নিয়মিত দেখার জন্য সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এমনকি বিষয় ভিত্তিক খাতা তৈরি করে সেখানে প্রশ্ন ও উত্তর লিপিবদ্ধ করা এবং সে অনুযায়ী পাঠ অভ্যাস করার জন্যও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সাধারণ ছুটি চলাকালীন সময় শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে রিকোভারী প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া ছাত্র/ছাত্রী এবং অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে নিয়মিত পাঠের অগ্রগতির বিষয় যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা সভায় আরো জানান যে, রেডিও এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও পাঠদান চলছে। এছাড়াও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য ওয়ার্কশীট (বাড়ির কাজ) আর তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য অ্যাক্টিভিটি ওয়ার্কশীট (বাড়ির কাজ) প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। স্ব-স্ব শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে এ ওয়ার্কশীটগুলো তৈরি করা হবে। এ ওয়ার্কশীটগুলো শিক্ষকদের মাধ্যমে ১০০% শিক্ষার্থীদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হবে। ৭দিন পর ওয়ার্কশীটগুলো মূল্যায়নের জন্য আবার স্কুলে ফেরত নেয়া হবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এভাবে পাঠদান অব্যাহত রাখা হবে।	১। সংসদ টিভিসহ জুম সফটওয়ারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান অব্যাহত রাখতে হবে। ২। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ওয়ার্কশীট তৈরীর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা

১২	**মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ:** উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা জানান যে, জুম অ্যাপ এর মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষাদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগে মোট 2935টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় 70% (2054টি) এ অনলাইন কার্যক্রম চলমান। শিক্ষার্থীদের খাতাগুলো মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে মন্তব্য লেখা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করা হচ্ছে। যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের এ্যান্ড্রয়েড ফোন বা অনলাইনে শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী কোন ডিভাইস নাই তাদেরকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ক্লাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মোট শিক্ষার্থীর 60% অনলাইন বা টেলিভিশন শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে এবং বাকি 40% শিক্ষার্থীকে ইউডিসির মাধ্যমে ক্লাস করার ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	১। জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষাদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ২। শিক্ষার্থীদের খাতাগুলো মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে মন্তব্য লেখা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে। ৩। যে সমস্ত শিক্ষার্থীর এ্যান্ড্রয়েড ফোন বা অনলাইনে শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী কোন ডিভাইস নাই তাদেরকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা
১৩	**আইবাস প্রশিক্ষণ:** EFT এর মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি চালু হওয়ায় আইবাস (অনলাইনে বেতন নির্ধারণ) এর উপর প্রশিক্ষণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যে সমস্ত অফিসারদের এখনও আইবাস প্রশিক্ষণ হয়নি, তাদেরকে জরুরিভিত্তিতে উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। আইবাস প্রশিক্ষণ গ্রহণে কোন অফিসের সমস্যা হলে অফিসিয়ালী চিঠি দিয়ে জানাতে অনুরোধ করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	১। যে সমস্ত অফিসারদের এখনও আইবাস (অনলাইনে বেতন নির্ধারণ) প্রশিক্ষণ হয়নি, তাদেরকে জরুরি ভিত্তিতে উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিভাগীয় দপ্তর প্রধানগণ
১৪	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):** সভায় জানানো হয় যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ৩০শে জুনের মধ্যে সম্পাদন করতে হয়। আগামী ২০২১-২০২২ সালে যে এপিএ চুক্তি হবে, সেখানে নতুন একটি ফরমেট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে তৈরী করা হয়েছে। গত বছরের এপিএ এর তুলনায় এ বছরের এপিএ এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েব সাইটে এপিএ বাস্তবায়নের নির্দেশিকা, গাইডলাইনসহ অন্যান্য তথ্যাদি দেয়া আছে। ওয়েব সাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ডাউনলোড করে সে মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও এ বিভাগের সকল দপ্তরকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বিভিন্ন কার্যসম্পাদনের প্রমাণক সংরক্ষণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। এপিএ বাস্তবায়নের নির্দেশিকা মোতাবেক স্ব-স্ব অফিসের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রস্তুত করা এবং ৩০শে জুনের মধ্যে উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করতে হবে। ২। এ বিভাগের সকল দপ্তরকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বিভিন্ন কার্যসম্পাদনের প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে।	বিভাগীয় দপ্তর প্রধানগণ

১৫	**পরিসংখ্যান বিভাগ:** যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী সভায় জানান যে, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্পের আওতায় আগামী ২৫-৩১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ সময়ে সারা দেশে ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ CAPI (Computer Assisted Personal Interview) পদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হবে। সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে ট্যাবের মাধ্যমে Apps এর কার্যকারিতা এবং নেটওয়ার্ক প্রাপ্যতা যাচাই এর জন্য ফিল্ড টেস্ট কার্যক্রম ০২-০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ সময়ে নাটোর জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে অন্যান্য জরিপের কাজগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী আরো জানান যে, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ী জরিপ এবং হোটেল-রেস্টুরেন্ট জরিপের কার্যক্রম সম্পন্ন করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে কারণে প্রাকৃতিক যে ক্ষতি হয়েছে, সে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য একটি জরিপ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু লকডাউনের কারণে আপাতত: বন্ধ আছে। লকডাউন শেষ হলে উক্ত জরিপের কার্যক্রম শুরু করা হবে। টাইম ইউজ সার্ভে নামে আরেকটি সার্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও খাবার পানি, পয়:ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যবিধিতে কি পরিমাণ ব্যয় করা হয়, সে সম্পর্কে একটি জরিপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে জরিপের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী
১৬	**স্থানীয় সরকার বিভাগ:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর জানান যে, ইমারত বিধিমালা-1996 অনুসরণ করে প্ল্যান পাস করেই বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা প্রকৌশলীগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ চলছে। বিল্ডিং নির্মাণের সময় সাইট সংলগ্ন রাস্তা হতে বিধি অনুযায়ী দূরত্ব বজায় রেখে বিল্ডিং নির্মাণ হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা প্রকৌশলীগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আশ্রয়ণের ঘরগুলো নির্মাণ মানসম্মত হচ্ছে কিনা, কাঠামো ঠিক আছে কিনা তা মনিটরিং/যাচাই-বাছাই করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিতকরণসহ প্রয়োজনীয় কারিগরী পরামর্শ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও নির্মাণ কাজে কাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়ে কোন পরামর্শ প্রয়োজনে হলে, সহযোগিতা করা হবে মর্মে সভায় জানানো হয়। আশ্রয়ণের ঘর নির্মাণ কাজ মনিটরিং করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। ইমারত বিধিমালা-1996 অনুসরণ করে প্ল্যান অনুমোদন করে বিল্ডিং নির্মাণ করতে হবে। ২। আশ্রয়ণের ঘরগুলো নির্মাণ মানসম্মত হচ্ছে কিনা, কাঠামো ঠিক আছে কিনা তা নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ 2। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ

১৭	**গণপূর্ত বিভাগ:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন জানান যে, কারা প্রশিক্ষণ একাডেমির নির্মাণ কাজের অগ্রগতি আগে অনেক ভাল ছিল, তবে বর্তমানে অনেকগুলো নতুন কাজ যুক্ত হওয়ায় কাজের অগ্রগতি কিছুটা পিছিয়ে গেছে। যেমন আগে লিফট ছিল না, এখন লিফট যুক্ত হয়েছে, কয়েকটা বিল্ডিং এর ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন যুক্ত হয়েছে। ফলে এটার সংশোধিত ডিপিপি এখন পর্যন্ত পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়েই রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়ার জন্য কাজে বিলম্ব হচ্ছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের কাজে সহযোগিতা করার জন্য তিনি ডিজি, আইএমইডি এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও নভোথিয়েটার, মডেল মসজিদ নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে বলে সভায় জানান। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের পরেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করবেন মর্মে সভায় জানানো হয়। রাজশাহী জোনে ১০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করা মর্মে সভায় জানানো হয়। যে মডেল মসজিদগুলো উদ্বোধন করা হবে, সেগুলোতে বিদ্যুৎ এবং পানির ব্যবস্থা করা অর্থাৎ নামাজ পড়ার উপযোগী করার বিষয়ে পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সভায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মডেল মসজিদগুলোতে বিদ্যুৎ, পানি অর্থাৎ নামাজ পড়ার উপযোগী থাকবে বলে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন সভায় আশ্বস্ত করেন। নির্মাণ কাজে বরাদ্দ কম পাওয়া এবং রড, সিমেন্ট ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির দাম বেড়ে যাওয়ায় কাজে সমস্যা হচ্ছে। নির্মাণ সামগ্রীর দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য সভায় আলোচনা করা হয়। জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ গণপূর্ত জোনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, হাটিকুমরুলে যেখানে ইন্টার-চেঞ্জ রয়েছে সেখানে ৯টি প্যাকেজে অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এক একটা প্যাকেজে প্রায় ১৬ একর করে জায়গা রয়েছে। এখানে যৌথ তদন্ত হবে। যখন প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল তখন কিছু লোক অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার জন্য কিছু স্থাপনা তৈরি করে। এ বিষয়ে অফিসিয়ালি জানার পর অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এখানে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার জন্য কেউ স্থাপনা নির্মাণ করতে পারবে না এবং ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারির আগেও কিছু স্থাপনা ছিল। নির্মিত স্থাপনাগুলো ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা থেকে নকশা অনুমোদন করে করা হয়েছিল কিনা তা জানা প্রয়োজন। যৌথ তদন্তের সময় হাটিকুমরুল এর অধিগ্রহণের বিষয়ে আগের ভিডিও এবং পরের ভিডিও আমলে নিয়ে গুরুত্বসহকারে দেখার জন্য গণপূর্ত জোনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	১। যে মডেল মসজিদগুলো উদ্বোধন করা হবে, সেগুলোতে দুত বিদ্যুৎ এবং পানির ব্যবস্থা করা অর্থাৎ নামাজ পড়ার উপযোগী করতে হবে। ২। সিরাজগঞ্জ এর হাটিকুমরুলে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার জন্য নির্মিত স্থাপনার বিষয়ে ভূমি অধিগ্রহণের আগের ভিডিও ও পরের ভিডিও আমলে নিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী ৩। পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, রাজশাহী
১৮	**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর:** তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জানান যে, রাজশাহী সার্কেলে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এই অর্থ বছরের বরাদ্দের কাজ সঠিক সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের যে ঘরগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে, সেখানে প্রতি ৫ টি ঘরের জন্য ১টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হবে। ইতোমধ্যে সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, পাবনা, নাটোর এবং বগুড়া জেলায় ৫টি ঘরের জন্য ১টি টিউবওয়েল স্থাপনের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। পরবর্তীতে বিচ্ছিন্নভাবে যে একটা-দুইটা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলোর বিষয়ে পরবর্তীতে প্রাপ্ত নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাজশাহী, চাঁপাইবাবগঞ্জ, গোদাগাড়ী এবং নওগাঁতে সাব-মার্সেবল পাম্প বসানো হবে। সিরাজগঞ্জ, নাটোর এবং বগুড়াতে তারা টিউবওয়েল স্থাপন করা হবে।	১। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের জন্য যে ঘরগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে, সেখানে দুত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ 2। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল

১৯	**পরিবেশ অধিদপ্তর:** পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেটগণের সমন্বয়ে ডিসেম্বর/২০২০ হতে জানুয়ারি/২০২১ পর্যন্ত ৬২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৬০,৫০,০০০ টাকা জরিমানা ধার্য এবং আদায় করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জুলাই/২০২০ হতে মার্চ/২০২১ পর্যন্ত মোট ১১২টি অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে জরিমানা আদায়সহ ৩৪টি অবৈধ ইটভাটা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। তবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে হাসপাতালে যে চিকিৎসা বর্জ্য ফেলা হচ্ছে, সেখান থেকেও রোগ-ব্যাধি ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। চিকিৎসা বর্জ্য বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণ করে বর্জ্য অপসারণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিপ্তরের ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশসানের ম্যাজিস্ট্রেটগণের সমন্বয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। চিকিৎসা বর্জ্য বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণপূর্বক হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। পরিচালক(স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ ২। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী
২০	**রাজশাহী ওয়াসা:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী ওয়াসা, সভায় জানান যে, Surface Water Treatment Plant নামে একটি প্রকল্প রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ীতে বাস্তবায়িত হবে। এটি একটি মেগা প্রকল্প। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন বিষয়ে চীনা সরকারের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি শুরু হলে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট চীনা টেকনিশিয়ান, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞ দল যেখানে অবস্থান করবে, সেখানে তাদের থাকা, খাওয়া এবং নিরাপত্তার বিষয়ে সভায় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে মর্মে সভায় জানানো হয়। তিনি সভায় আরো অবহিত করেন যে, রাজশাহী ওয়াসা একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। পানির ট্যারিফ থেকে যে অর্থ আসে তা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যয় নির্বাহ সম্ভব হয় না বিধায় সরকারি অনুদানের উপর নির্ভর করতে হয়। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার পানির ট্যারিফের তুলনায় রাজশাহী ওয়াসার পানির ট্যারিফ অনেক কম বিধায় রাজশাহী ওয়াসার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানির ট্যারিফ (অভিকর) বৃদ্ধির বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।	১। Surface Water Treatment Plant প্রকল্পটি শুরু হলে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তাসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে হবে।	১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী ওয়াসা ২। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী ৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ৪। সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণ
২১	**ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর:** উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলেন যে, রমজান মাস এবং আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাজার অভিযান কার্যক্রম আগামী ৩০ এপ্রিল হতে ৬ মে ২০২১ পর্যন্ত (শুক্রবার-শনিবারসহ) পরিচালিত হবে। বাজারগুলোতে শতভাগ মূল্য তালিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করা হবে। এছাড়া মাইকিং এর মাধ্যমে লিফলেট বিতরণ, ডকুমেন্টরি প্রচার করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এছাড়াও টিসিবি'র ট্রাকসেল মনিটরিং করা হবে। মনিটরিং এর সময় মাস্ক বিতরণ করা হবে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে সেমাই উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেমাই কারখানায় মনিটরিং জোরদার করা হবে।	১। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণকল্পে বাজার মনিটরিংসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
২২	**তথ্য অফিস:** পরিচালক, তথ্য অফিস, রাজশাহী সভায় জানান যে, "কোভিড-১৯ টিকা নিন নিজেকে সুরক্ষা করুন" সংক্রান্ত গণযোগাযোগ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত ৩০০০ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ বিষয়ে মার্চ/২১ মাসে ২০টি সড়কে প্রচার করা হয়েছে। কোভিড-১৯ বিষয়ে ১৭টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। মার্চ ২০২১ মাসে ০৮টি উঠান বৈঠক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ, মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।	১। কোভিড-১৯ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। পরিচালক, তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, রাজশাহী

২৩	**সমাজসেবা অফিস:** পরিচালক, সমাজসেবা অফিস, রাজশাহী সভায় জানান যে, রাজশাহী বিভাগে ৭টি জেলায় অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ভাতা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় আগে থেকে শতভাগ অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ভাতা প্রদান কার্যক্রম চালু আছে। জয়পুরহাট এবং নাটোর জেলায় বিকাশের মাধ্যমে কাজ চলমান রয়েছে। 28/05/2021 তারিখ থেকে বাকি ৫টি জেলায় নগদ ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কাজ শুরু হবে। জয়পুরহাট এবং নাটোর জেলায় MIS এর Payroll প্রেরণের হার খুবই ধীরগতির হওয়ায় জেলা দুটিতে Payroll প্রেরণের গতি বৃদ্ধি করতে সভায় আলোচনা করা হয়।	1। জয়পুরহাট এবং নাটোর জেলা হতে MIS এর Payroll প্রেরণের গতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। পরিচালক, সমাজসেবা অফিস, রাজশাহী
২৪	**বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস:** উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস, রাজশাহী সভায় বলেন যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে সীমিত পরিসরে জরুরি পাসপোর্টগুলো সরবরাহ করা হচ্ছে। ৫ বছর এবং ১০ বছর মেয়াদি দুই রকম পাসপোর্টই সরবরাহ করা হচ্ছে। পাসপোর্টগুলো ই-পাসপোর্ট বলে তিনি সভায় জানান।	১। জরুরি ই-পাসপোর্ট সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস, রাজশাহী
২৫	**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি** উপপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রাজশাহী সভায় জানান যে, উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে কার্যক্রম কিছুটা শিথিল হয়ে পড়লেও কোন সমিতি ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় ঋণ চাইলে তাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।	১। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঋণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রাজশাহী

অত:পর জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে সভার আলোচনায় স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সদস্যদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ড. মো: হুমায়ুন কবীর
বিভাগীয় কমিশনার

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০০৮.১৩.০০২.২০.৪৮৯

তারিখ: ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
১৭ মে ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সদয় অবগতির জন্য)
২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সদয় অবগতির জন্য)
৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
৪) উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, রাজশাহী রেঞ্জ
৫) মহাপরিচালক, রেশম উন্নয়ন বোর্ড
৬) প্রধান প্রকৌশলী, নেসকো লিমিটেড, রাজশাহী
৭) প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
৮) বন সংরক্ষক, সামাজিক বনবিভাগ, বগুড়া
৯) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন
১০) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন
১১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
১২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী বিভাগ
১৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী ওয়াসা
১৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১৫) পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, রাজশাহী বিভাগ
১৬) পরিচালক(স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ
১৭) অধিনায়ক, র‌্যাব-৫, রাজশাহী

১৮) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
১৯) অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
২০) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
২১) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী
২২) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর
২৩) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ
২৪) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
২৫) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা
২৬) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ
২৭) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া
২৮) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট
২৯) হাইওয়ে পুলিশ সুপার, বগুড়া অঞ্চল
৩০) সিনিয়র প্লানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী
৩১) অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল
৩২) তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল
৩৩) মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিমাঞ্চল), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী
৩৪) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল
৩৫) উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী
৩৬) উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল
৩৭) উপপরিচালক, মৎস অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
৩৮) উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
৩৯) যুগ্ম পরিচালক, পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী
৪০) বিভাগীয় প্রকৌশলী (ফোন্স), বিটিসিএল, রাজশাহী বিভাগ
৪১) পরিচালক, বিএসটিআই, সপুরা, রাজশাহী
৪২) উপ পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
৪৩) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়
৪৪) উপ-আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী
৪৫) গোপনীয় সহকারী, সার্বিক, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৪৬) ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার, বাংলাদেশ টেলিভিশন
৪৭) তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
৪৮) তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, রাজশাহী জোন
৪৯) যুগ্ম পরিচালক (সার), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী
৫০) প্রোগ্রাম অফিসার, ইউনিসেফ, রাজশাহী সার্কেল
৫১) চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী
৫২) প্রধান প্রকৌশলী, নর্দন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কো: লি:, রাজশাহী
৫৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, রাজশাহী
৫৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, নাটোর
৫৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, নওগাঁ
৫৬) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৫৭) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনা
৫৮) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ
৫৯) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, বগুড়া
৬০) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, জয়পুরহাট
৬১) যুগ্মপরিচালক (বীজ ও বিপণন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী বিভাগ
৬২) পরিচালক , ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী
৬৩) পরিচালক, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), রাজশাহী
৬৪) পরিচালক, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, রাজশাহী
৬৫) উপকেন্দ্র প্রধান, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রাজশাহী
৬৬) কমিশনারের একান্ত সচিব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৬৭) সহকারী কমিশনার, নেজারত শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী

৬৮) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, রাজশাহী
৬৯) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, পাবনা
৭০) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, বগুড়া
৭১) তথ্য অফিসার, তথ্য অফিসারের দপ্তর, জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী
৭২) প্রধান প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
৭৩) উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালকের দপ্তর, উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৭৪) পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৭৫) যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় অফিস, রাজশাহী
৭৬) উপপরিচালক (চ:দা:), বিভাগীয় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, রাজশাহী
৭৭) উপপরিচালক, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী
৭৮) উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী
৭৯) পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম অধিদপ্তর, রাজশাহী
৮০) পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, রাজশাহী
৮১) উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রাজশাহী
৮২) উপপরিচালক, আঞ্চলিক স্কাউট অফিস, রাজশাহী
৮৩) উপপরিচালক, আঞ্চলিক স্কাউট অফিস, রাজশাহী
৮৪) উপপরিচালক, বিভাগীয় সঞ্চয় অফিস, রাজশাহী
৮৫) উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রাজশাহী
৮৬) উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী
৮৭) উপ-মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, রাজশাহী রেঞ্জ
৮৮) আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী
৮৯) অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
৯০) পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী
৯১) অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী
৯২) অধ্যক্ষ, পাবনা মেডিকেল কলেজ, পাবনা
৯৩) অধ্যক্ষ, শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ
৯৪) অধ্যক্ষ, নওগাঁ মেডিকেল কলেজ, নওগাঁ
৯৫) অধ্যক্ষ, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া
৯৬) বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, ব্র্যাক, রাজশাহী
৯৭) আঞ্চলিক প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রাজশাহী

এ. এন. এম. মঈনুল ইসলাম
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার